আধুনিক যুগ-০৮

পত্র-পত্রিকা, উক্তি-পঙক্তি,

ছদ্মনাম/উপাধি, বাংলা সাহিত্যে প্রথম

তানহি খান তানহা

পত্র-পত্রিকা , ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য

বিসিএস বাংলা সাহিত্য								
দ্বিতীয় ভাগঃ ভাষা আন্দোলন,মুক্তিযুদ্ধ ও পত্র-পত্রিকা								
ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৩তম BCS	৪১তম BCS	৪০তম BCS	৩৮তম BCS	৩৭তম BCS	৩৬তম BCS	৩৫তম BCS
০১	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ		১			১		
০২	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ-চলচ্চিত্র	১	৩	১	১		১	২
০৩	পত্র-পত্রিকা	১	১	১	১	১	২	১
	সর্বমোট প্রশ্ন:	**২**	**৫**	**২**	**২**	**২**	**৩**	**৩**

P2A

বাংলা পত্র-পত্রিকা

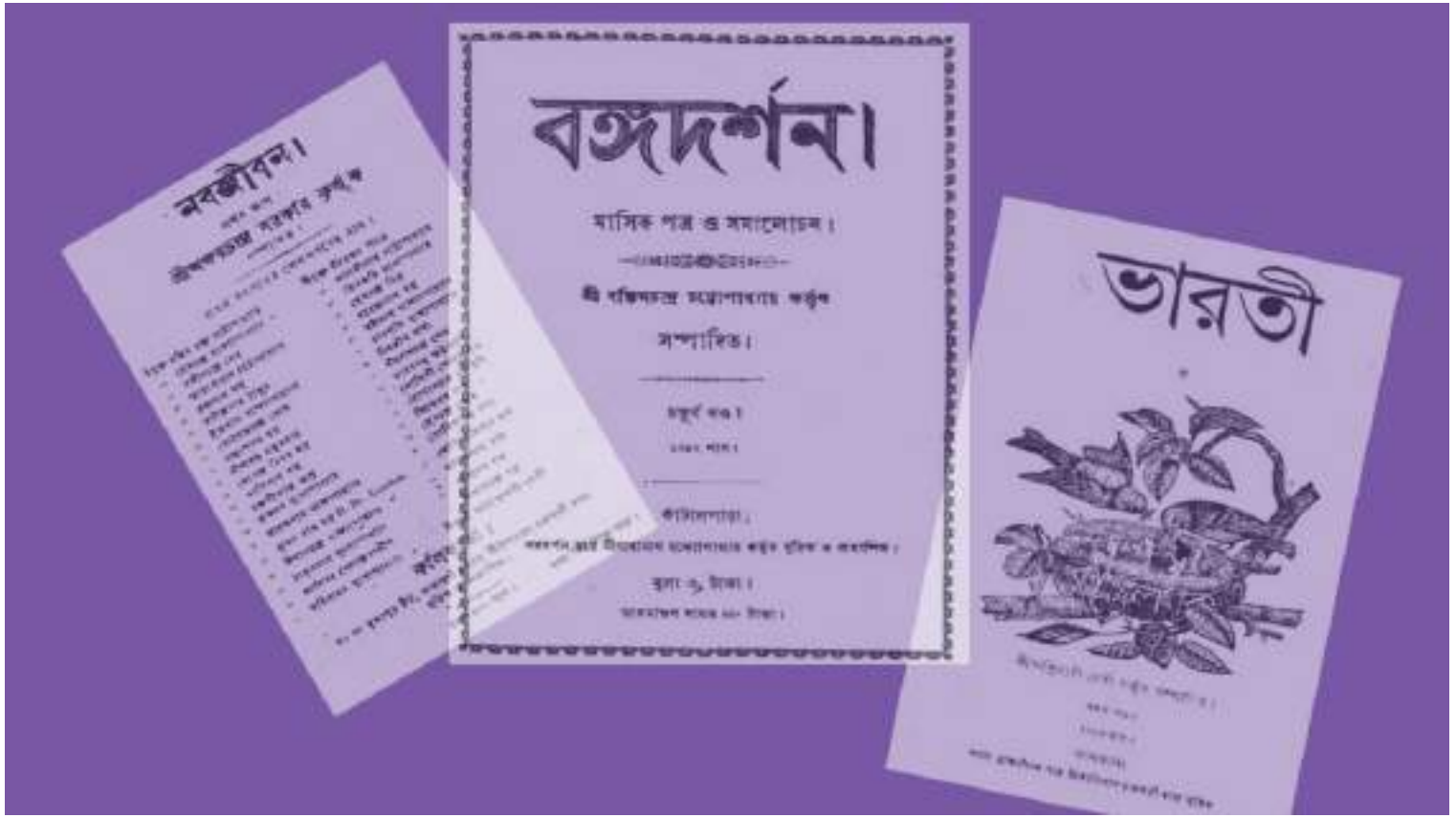

পত্র-পত্রিকা থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্নাবলি

- 'ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে ? [৪০তম বিসিএস]
- "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা" পত্রিকাটি কোন স্থান থেকে প্রকাশিত? [৪১তম বিসিএস]
- সবুজপত্র পত্রিকাটির সম্পাদক কে? [৪২তম বিসিএস]
- সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
- নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা? [৪৪তম বিসিএস]

বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০)

উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র

(ইংরেজিতে)

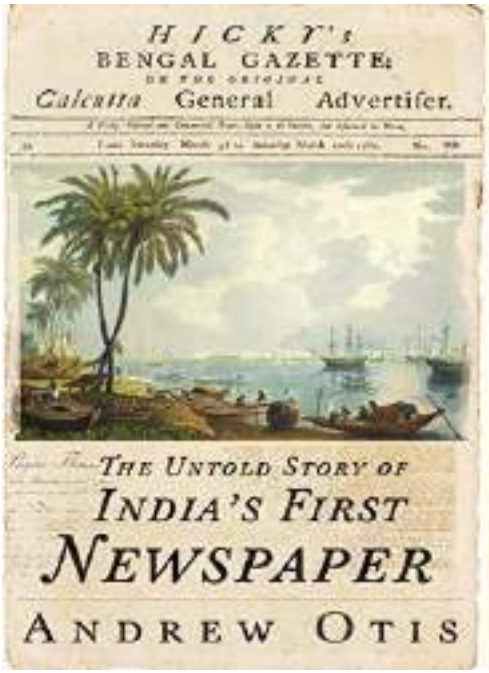

দিগদর্শন (১৮১৮)

দিগদর্শন প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র। (মাসিক)

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

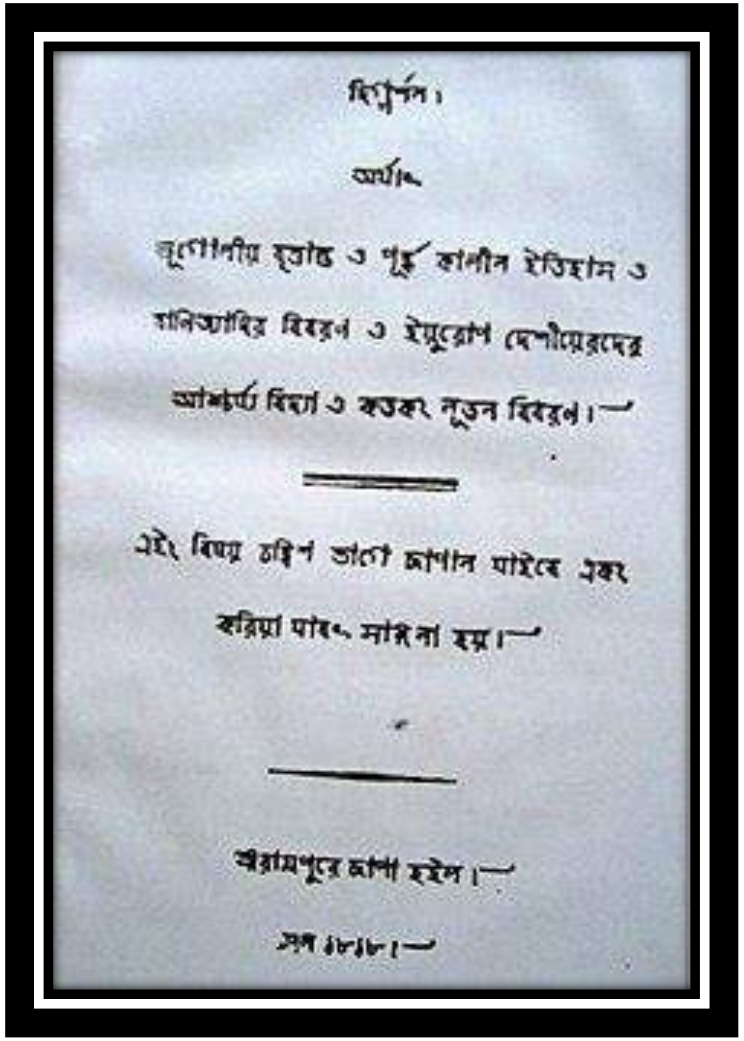

সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

দিগ্দর্শন।

অর্থাৎ

ভূগোলীয় বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব কালীন ইতিহাস ও বানিজ্যাদির বিবরণ ও ইয়ুরোপ দেশীয়েরদের আশ্চর্য্য বিদ্যা ও কতক নূতন বিবরণ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

সন ১৮১৮।

সমাচার দর্পণ

এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮)

- এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা
- সম্পাদক **গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য**।
- **বাঙ্গাল গেজেট** ছিল বাংলা ভাষায় ও বাঙালি সম্পাদক-প্রকাশকদের পরিচালনায় প্রথম সংবাদপত্র।

সম্বাদ কৌমুদী\ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)

এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা

- রাজা রামমোহন রায়
- ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বাদ কৌমুদী

খ্রিস্টান মিশনারিরা সমাচার দর্পণ পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মমতের প্রতি কটাক্ষপাত করত বলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে **রাজা রামমোহন রায়** ও **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** সম্মিলিত ভাবে **১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'সম্বাদ কৌমুদী'** নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

হিন্দুদের কতিপয় প্রচলিত প্রথা—**বিশেষত সহমরণের বিরুদ্ধে লেখনী** ধারণ করায় জনসাধারণ সম্বাদ কৌমুদীর প্রতি বিরাগভাজন হয়। সংস্কারমুক্ত রাজা রামমোহন রায় এবং **গোঁড়াপন্থী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে মতবিরোধ** দেখা দিলে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তখন **ভবানীচরণ ১৮২২ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা'** নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

'সমাচার চন্দ্রিকা \ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)

রাজা রামমোহন রায় ১৮২১ সালে **'ব্রাহ্মণ সেবধি'** প্রকাশ করেন।

তখন **ভবানীচরণ ১৮২২ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা'** নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। (রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র)

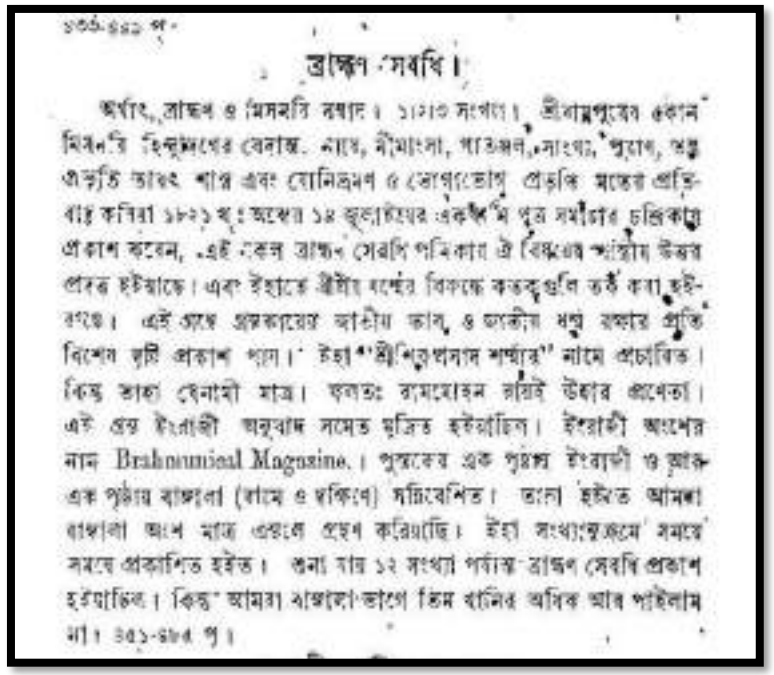

১৩৩-১৪২ পৃ।

ব্রাহ্মণ সেবধি।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ। ১।২।৩ সংখ্যা। শ্রীরামপুরের একজন মিসনরি হিন্দুদিগের বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্র এবং যোনিভ্রমণ ও ভোগ্যভোগ প্রভৃতি মতের প্রতিবাদ করিয়া ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৪ জুলাইয়ের একটি নং পত্র সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ করেন, এই জন্য ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকায় ঐ বিষয়ের শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এবং ইহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি তর্ক করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের জাতীয় জ্ঞান, ও জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার প্রতি বিশেষ রুচি প্রকাশ পায়।" ইহা "শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মার" নামে প্রচারিত। কিন্তু তাহা বেনামী মাত্র। ফলতঃ রামমোহন রায়ই উহার প্রণেতা। এই গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অংশের নাম Brahmunical Magazine.। পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় ইংরাজী ও অপর এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা (বামে ও দক্ষিণে) সন্নিবেশিত। তাহা হইতে আমরা বাঙ্গালা অংশ মাত্র এস্থলে গ্রহণ করিয়াছি। ইহা সংখ্যানুক্রমে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। শুনা যায় ১২ সংখ্যা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বাঙ্গালা ভাগে তিন খানির অধিক আর পাইলাম না। ৩৫১-৩৬৮ পৃ।

সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১-১৮৩৯)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮৩১-সাপ্তাহিক

১৮৩৯- দৈনিক (**বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা**)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের মতো অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল এই পত্রিকায়। সেকালের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লিখতেন। যেমন: প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ।

১৮৩৯ সালের ১৪ জুন থেকে সংবাদ প্রভাকর দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। **সাহিত্য জগতে সংবাদ প্রভাকরই বাংলায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক।**

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

- সংবাদ রত্নাবলী
- পাষণ্ড পীড়ন
- সংবাদ সাধুরঞ্জন
- সংবাদ প্রভাকর

জ্ঞানান্বেষণ(১৮৩১)

ইংরেজি শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল।

পত্রিকাটি **“ইয়ং বেঙ্গল”দের মুখপত্র ছিল।**

সম্পাদক: দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তবে পত্রিকা পরিচালনার যাবতীয় কাজ করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

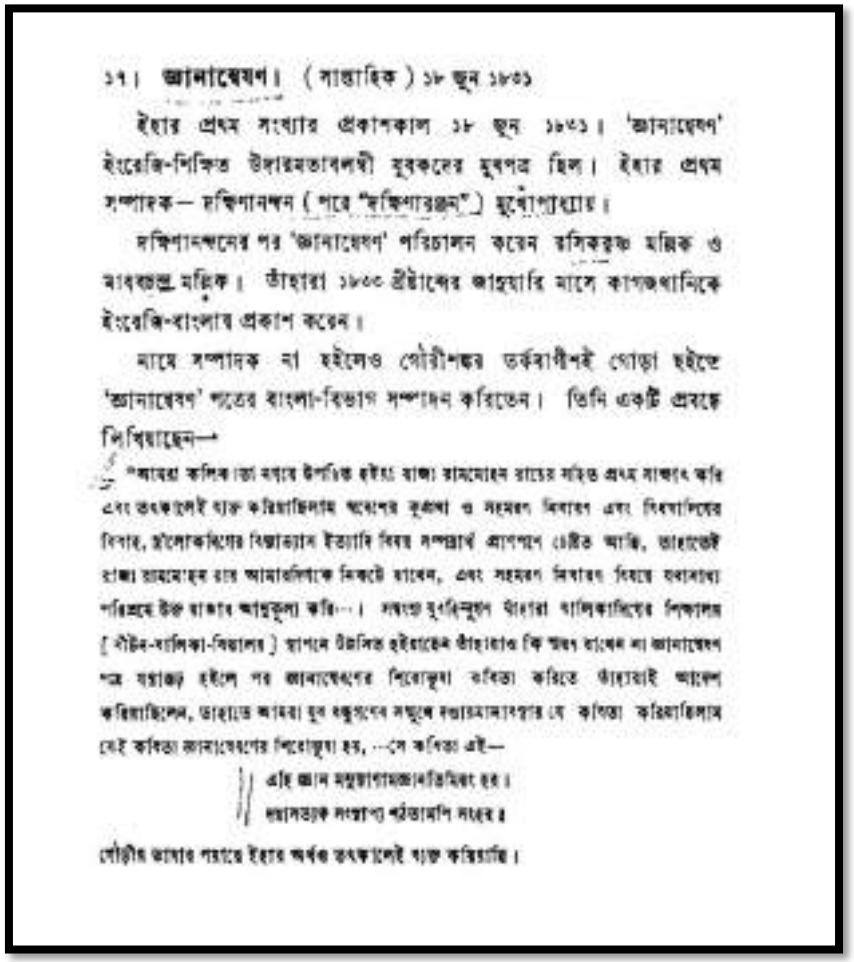

১৭। **জ্ঞানান্বেষণ।** (সাপ্তাহিক) ১৮ জুন ১৮৩১

ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ জুন ১৮৩১। 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজি-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম সম্পাদক— দক্ষিণানন্দন (পরে "দক্ষিণারঞ্জন") মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণানন্দনের পর 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। তাঁহারা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাগজখানিকে ইংরেজি-বাংলায় প্রকাশ করেন।

নামে সম্পাদক না হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই গোড়া হইতে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিতেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণ চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমাদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি…। সম্প্রতি যুববিদ্বান্‌গণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় [বীটন-বালিকা-বিদ্যালয়] স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহারা কি স্মরণ রাখেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যখন প্রকাশ হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বন্ধুগণের সম্মুখে স্ত্রীজ্ঞানশালার যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, —সে কবিতা এই—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যে চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি।

সমাচার সভারাজেন্দ্র

দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক বাংলা-ফার্সি পত্রিকা।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়।এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেখ আলীমুল্লাহ। উল্লেখ্য এর আগে রাজা রামমোহন রায় ফার্সি ভাষায় 'মিরাৎ উল আখবার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিচারে 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' ছিল বঙ্গদেশে ফার্সি সংশ্রবের দ্বিতীয় পত্রিকা।

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সমাচার সভারাজেন্দ্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৬৪৩)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে।এটি তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সম্পাদক। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন ১২ বছর।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, সীতানাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন।

বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমুখ এ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-পুণ্যবিদ্যা-শিল্প সাহিত্যা-

দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

চতুর্থ পর্ব্ব।

মাসিক পত্রিকা

- প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার- ১৮৫৪
- আলালের ঘরের দুলাল ১৮৫৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (১৮৪৭)

- **রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ** ছিল পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এটি আগস্ট ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত পরগনা কুন্ডির জমিদার কালীচন্দ্র রায়ের অর্থায়নে প্রকাশিত হয়েছিল। **এটি ছিল পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।**

- **গুরুচরণ শর্মা রায়** "রঙ্গপুর বার্ত্তাবাহ" পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

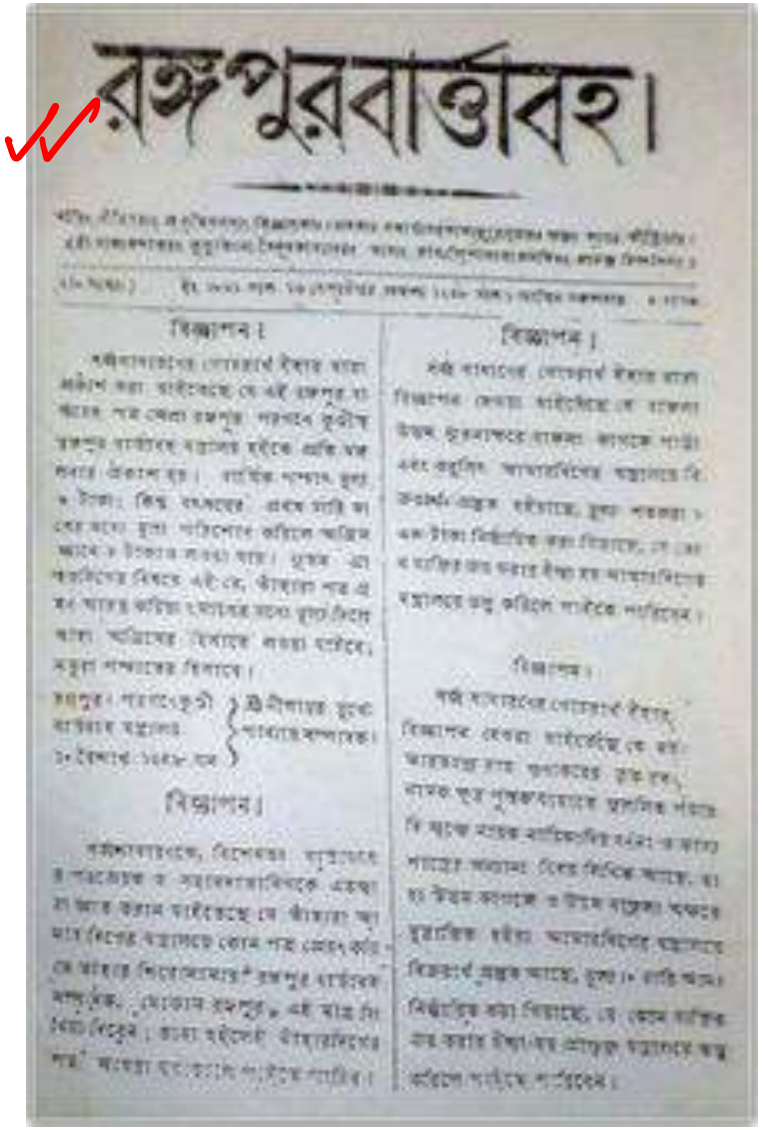
রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ।

ঢাকাপ্রকাশ(১৮৬১)

- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র
- সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতো
- ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

ঢাকাপ্রকাশ

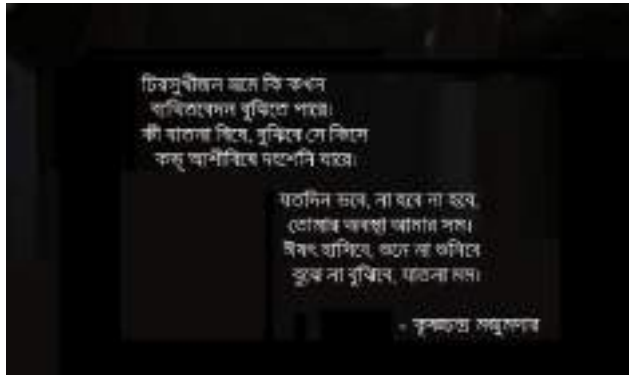

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩)

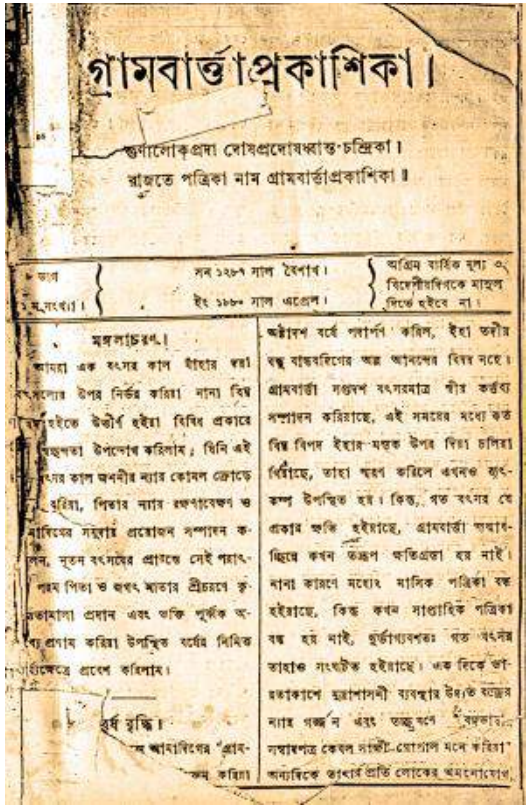

- **গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা** বাংলা ভাষার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, যা ১৮৬৩ সালে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার দ্বারা কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হতো।

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

সন ১২৮৭ সাল বৈশাখ।
ইং ১৮৮০ সাল এপ্রেল।

মঙ্গলাচরণ।

কাঙ্গাল হরিনাথ

- **হরিনাথ মজুমদার** যিনি **কাঙাল হরিনাথ** নামে সমধিক পরিচিত।তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। তিনি বাউল সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি সর্বসমক্ষে **ফকির চাঁদ বাউল** নামেও পরিচিত ছিলেন

- অত্যাচারিত, অসহায়, নিষ্পেষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষার হাতিয়ারস্বরূপ সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন হরিনাথ মজুমদার। অল্পশিক্ষা নিয়েই তিনি দারিদ্র্য ও সচেতনতা বিষয়ক লেখনি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতেন। প্রথমে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লিখতেন। প্রাচীন সংবাদপত্র হিসেবে বিবেচিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

- পরবর্তীকালে ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কুমারখালি এলাকা থেকে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। মাসিক এ পত্রিকাটি কালক্রমে প্রথমে পাক্ষিক ও সবশেষে এক পয়সা মূল্যমানের সাপ্তাহিকী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।[২] এতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত মুদ্রিত হতো

বঙ্গদর্শন (১৮৭২)

- **বঙ্গদর্শন** উনিশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য **পত্রিকা**। এর প্রতিষ্ঠাতা **সম্পাদক ছিলেন** বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম স্থপতি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলি এবং বহু প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হত
- সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চোখের বালি)

ভারতী (১৮৭৭)

- প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (সাত বছর)
- স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে।
- ঠাকুরবাড়ির স্বনামধন্য লেখক-লেখিকারা এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন
- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী , ভিখারিণী ও করুণা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়
- প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন

P2A

সাধনা পত্রিকা

- **সাধনা** ঠাকুর পরিবারের তরুণ-বংশধরদের সম্পাদিত চতুর্থ পত্রিকা।
- বাকি ৩টি হলো তত্ত্ববোধিনী, ভারতী এবং বালক।
- সাধনা প্রথম প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৮৯১ সালে।
- প্রথম তিন বছর সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।
- প্রকাশের চতুর্থ বছরে রবীন্দ্রনাথ এর সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন।
- রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি প্রকাশ পায় এই পত্রিকার মাধ্যমে

সবুজ পত্র (১৯১৪)

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে।

বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র পত্রিকার সম্পাদক।

বাংলা গদ্যরীতির বিকাশে এ পত্রিকার গুরুত্ব অপরসীম।

কল্লোল

সম্পাদক- দীনেশরঞ্জন দাশ

- কল্লোল ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভেতরে সংগঠিত হওয়া একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী সাময়িক পত্র।
- তৎকালীন তরুণ লেখক রবীন্দ্র বিরোধিতার নাম করে এখানে সমবেত হয়েছিলেন।
- কল্লোল নব্য লেখক দের প্রধান মুখপাত্র ছিল যাঁদের অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু। অনান্য সাময়িক পত্রিকারা যারা কল্লোল পত্রিকা কে অনুসরণ করে – উত্তরা (১৯২৫), প্রগতি (১৯২৬), কালিকলম (১৯২৬) এবং পূর্বাশা (১৯৩২)।

কালিকলম (১৯২৬)

- কল্লোলের আদর্শে কলকাতা থেকে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় কালিকলম এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় প্রগতি সাহিত্য পত্রিকা।
- মুরলীধর বসু, শৈলেজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় কলকাতা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বরদা এজেন্সি থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

ধূমকেতু(১৯২২)

এটি ছিল অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কাজী নজরুলের সম্পাদনায় এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়

পত্রিকাটির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন

‘আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।'
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধূমকেতু(১৯২২)

ধূমকেতুতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে নজরুল অকুতোভয়ে স্বরাজ ও স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেন। তাঁর অগ্নিঝরা ভাষা ও নির্ভীক বক্তব্যের জন্য পত্রিকাটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিক্রয়ের দিক থেকে সেকালের সকল পত্রিকাকে ছাড়িয়ে যায়। পত্রিকায় বিপ্লবী বক্তব্য প্রচারের কারণে নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং **১৯২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন।** এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ জানুয়ারি সংখ্যাটি 'নজরুল সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়। পরে কিছুদিনের জন্য বন্ধ থেকে পত্রিকাটি বীরেন সেনগুপ্ত ও অমরেশ কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু অনিয়মিতভাবে চলে এবং এ বছরেরই মার্চ মাসে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

লাঙল

লাঙল ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশনা শুরু করে। লাঙল ছিল কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত দ্বিতীয় পত্রিকা, প্রথমটি ছিল ধূমকেতু।

নবযুগ

- কাজী নজরুল ইসলাম ও রাজনীতিবিদ কমরেড মুজাফফর আহমদ যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই, কলকাতার ৬ নম্বর টার্ন স্ট্রিট থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়।
- এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি নিজ অর্থে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। তবে পত্রিকাটিতে সম্পাদকের নাম থাকার বদলে পরিচালকের নাম থাকতো।

১৯২০ সন্দীপ দ্বীপ - ------ কাজী নজরুল ইসলামের ঠিক পিছনে
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজফফর আহমেদ ও পাশে বসে শেরই ফজজুল হক

নবযুগ

কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে নিজেদের মতো একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন। একই সময়ে ফজলুল হক তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টি'র মুখপত্র হিসেবে একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা এই সময়ে ভাবছিলেন।

এই আলোচনা শেষে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদকে। প্রথম পত্রিকার নাম নির্বাচন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। শেষপর্যন্ত নজরুলের প্রস্তাব অনুযায়ী পত্রিকার নাম রাখা হয় 'নবযুগ'।

শেষ পর্যন্ত ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই, কলকাতার ৬ নম্বর টার্ন স্ট্রিট থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদের পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়েছিল। তবে সম্পাদক হিসেবে এঁদের নাম পত্রিকায়থাকতো না। কিন্তু প্রধান পরিচালক হিসেবে ফজলুল হকের নাম ছাপ হতো।

১৯২০ সন্দীপ দ্বীপ - —— কাজী নজরুল ইসলামের ঠিক পিছনে
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজফফর আহমেদ ও পাশে বসে শেরাই ফজলুল হক

ভারতের স্বাধীনতা ও গণজাগরণ-বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হওয়ার জন্য, ব্রিটিশ সরকার পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার সতর্ক করে দেয়। তারপরেও এই জাতীয় লেখা প্রকাশের কারণে, এক পর্যায়ে পত্রিকার জামানতের জন্য প্রদেয় ২,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ২,০০০ টাকা জামানত দিয়ে নবযুগ পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে।

কিন্তু এর কিছুদিন পর ফজলুল হকের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ফলে এক বছরের মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলো নজরুলের যুগবাণী নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪১ সালের অক্টোবর থেকে নবযুগ পত্রিকাটি নতুন কলেবরে আবারো প্রকাশিত হয়। সান্ধ্য দৈনিকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নবযুগ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই ‘নবযুগ’ নামে কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই পর্যন্ত দৈনিক নবযুগ প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় দৈনিক নবযুগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৪৩ সালের পর থেকে দৈনিক নবযুগ বন্ধ হয়ে যায়।

“বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা
আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।”

--- সজনীকান্ত দাস

সজনীকান্ত দাস | শনিবারের চিঠি

শনিবারের চিঠি (সজনীকান্ত দাস)

- **শনিবারের চিঠি** স্যাটায়ার ধর্মী সাহিত্যিক পত্রিকা। প্রথম দিকে এটি সাপ্তাহিক পরে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্য-চর্চাকে আক্রমণ করা
- হাস্য-কৌতুক ও তীর্যক মন্তব্যের মাধ্যমে শনিবারের চিঠি ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।
- এরূপ মন্তব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রমথ চৌধুরী, কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা কেউই রেহাই পাননি।
- সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এসব লেখকদের যে লেখাই প্রকাশ পেত, শনিবারের চিঠি গোষ্ঠীর মনোপুত না হলে প্যারোডি ও কার্টুনের মাধ্যমে তাদের লেখা নিয়ে রসিকতা করা হতো। **এ রসিকতার সবচেয়ে বেশি শিকার হন কাজী নজরুল ইসলাম।** এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারোডি প্রকাশিত হয় এবং প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই তাঁর কোনো-না-কোনো কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হতো

প্রগতি(১৯২৭)

প্রগতি একটি সাহিত্য পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়

প্রগতির প্রধান বিষয় ছিল সাহিত্যে আধুনিকতা।

প্রগতি পত্রিকার একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল বিশ্বসাহিত্যকে ধারণ করা। প্রগতির প্রতিটি সংখ্যাতেই বিদেশি কবিতা, গল্প প্রভৃতির অনুবাদ এবং বিদেশি সাহিত্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হতো।

কবিতা

কবিতা কবিতাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১ অক্টোবর ১৯৩৫ (আশ্বিন ১৩৪২)। পত্রিকাটির প্রথম দুবছরের সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও বুদ্ধদেব বসুই এর প্রধান পরিচালক ছিলেন। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় আনা, বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।

কবিতা পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম কবি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কবিতার নাম 'তামাসা'। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র পত্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাঁর জায়গায় সম্পাদক হিসেবে আসেন সমর সেন। **কিন্তু এক বছর পরেই সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব এককভাবে চলে আসে বুদ্ধদেবের হাতে।**

শিখা

- **শিখা** ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র
- শিখা' ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মুখপত্র হিসেবে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আবুল হোসেন। ঢাকার সাহিত্যিক গোষ্ঠী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। 'শিখা' ছিল বার্ষিক পত্র।
- শিখার প্রতিটি সংখ্যার শিরোনামে 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' কথাটি মুদ্রিত থাকত। এ উক্তিকেই শিখা পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী তাদের মটো বা আদর্শবাণী হিসেবে বিবেচনা করত।

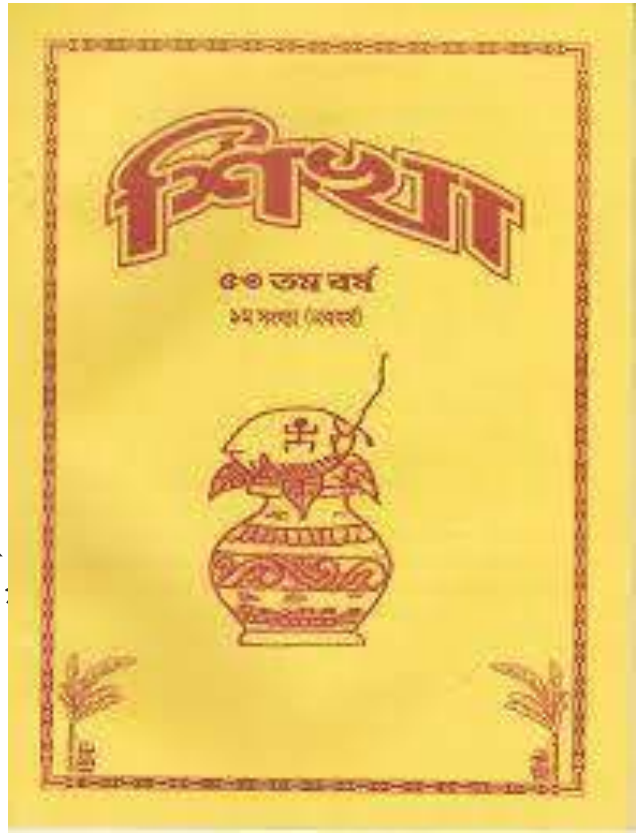

মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্র

শেখ আবদুর রহিম

সুধাকর- শেখ আবদুর রহিম

মিহির-

মিহির ও সুধাকর-

হাফেজ-

মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্র

- কোহিনূর- মহম্মদ রওশন আলী
- নবনূর- সৈয়দ এমদাদ আলী
- বাসনা-শেখ ফজলল করিম
- সওগাত- মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন
- আজিজননেহার-

বেগম

বেগম বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র নারী সাপ্তাহিক। সাহিত্য ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৫০ সালে পত্রিকাটির কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। পত্রিকাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে স্থান পায় নারী জাগরণ, কুসংস্কার বিলোপ, গ্রামগঞ্জের নির্যাতিত নারীদের চিত্র, জন্মনিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জীবনবোধ থেকে লেখা চিঠি এবং বিভিন্ন মনীষীর বাণী।

বেগম প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৎকালীন সওগাত পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। পরে পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করেন নূরজাহান বেগম

বাংলা একাডেমি কতৃক প্রকাশিত পত্রিকা

উত্তরাধিকার- মাসিক

বাংলা একাডেমি পত্রিকা - ত্রৈমাসিক

ধান শালিকের দেশ - ত্রৈমাসিক

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা – ষান্মাসিক

বাংলা একাডেমি জার্নাল- ষান্মাসিক

বার্তা- বর্তমানে এটি অনিয়মিত প্রকাশনা।

বাংলা একাডেমি কতৃক প্রকাশিত পত্রিকা

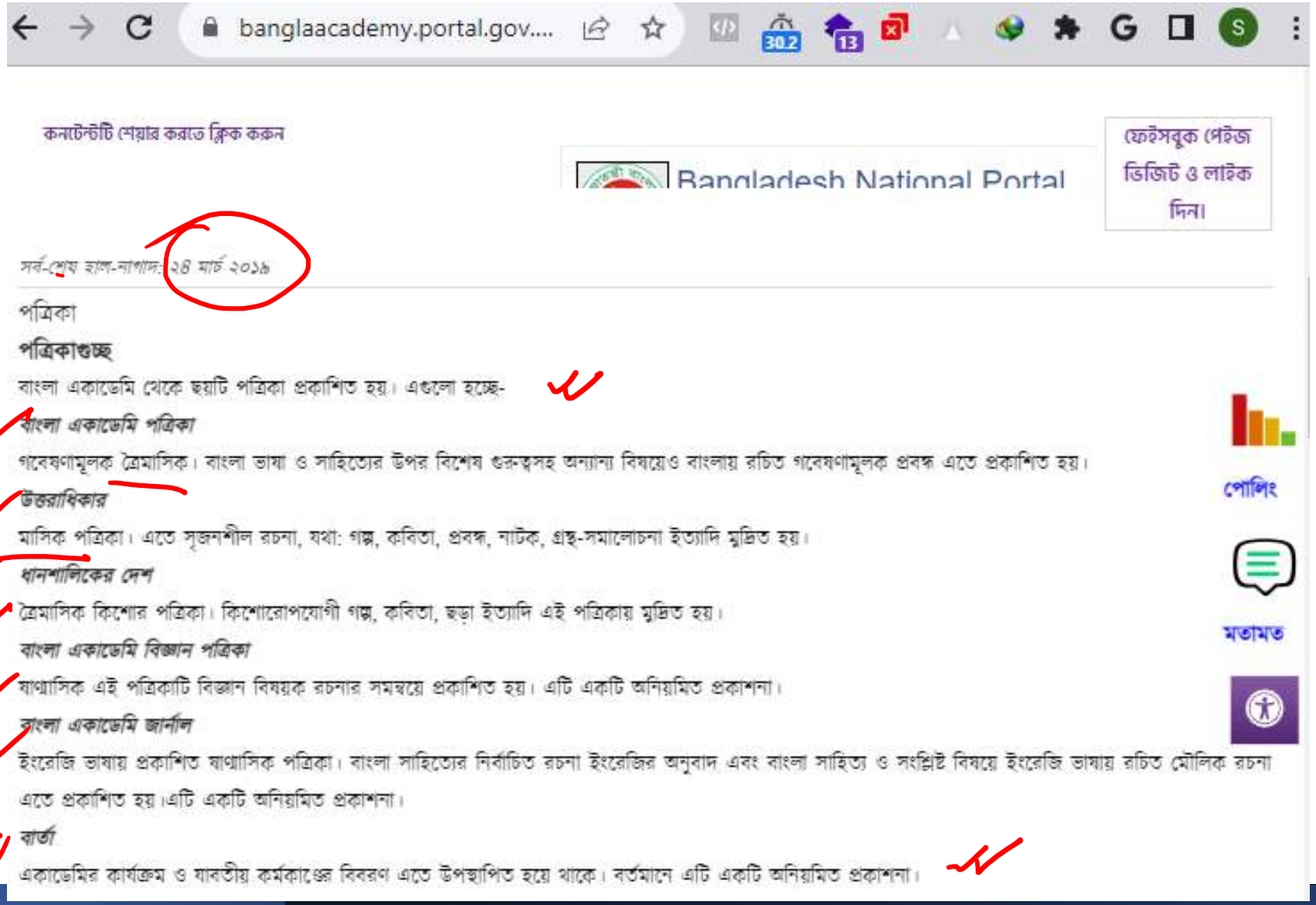

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত পত্রিকা

পত্রিকার নাম ও সম্পাদক
জয়বাংলা সম্পাদক : আবদুল গাফফার চৌধুরী
অগ্রদূত সম্পাদক : আজিজুল হক
জন্মভূমি সম্পাদক : মোস্তফা আল্লামা
জাগ্রত বাংলা সম্পাদক : হাফিজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আলী
বাংলাদেশ সম্পাদক : মিজানুর রহমান
বিপ্লবী বাংলাদেশ সম্পাদক : নুরুল আলম ফরিদ
মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক : বেনামে প্রকাশিত
রণাঙ্গন সম্পাদক : রণদূত(ছদ্মনাম)

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা: দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা: দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাংলা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা: 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮)

বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা: 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩৯)।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র: 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' (রংপুর বার্তাবহ)

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা: 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (১৮৩১)

বাঙ্গালিদের প্রচেষ্টায় প্রথম সংবাদপত্র : 'বাঙ্গাল গেজেট' (১৮১৮)। বাঙ্গাল গেজেট' এর সম্পাদক : গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (তিনি প্রথম বাঙালি সম্পদক)

সওগাত (১৯১৮) সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে এখনো টিকে আছে

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র : 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা

মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র / মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের মুখপত্র : 'শিখা'

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা :'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১)

ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র : 'জ্ঞানান্বেষণ', 'এনকোয়ারার', 'স্পেকটেটর'

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বাংলা সাহিত্যের কথ্যরীতির প্রচলনে যে পত্রিকার অবদান অধিক : 'সবুজপত্র' ।

  নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ একত্রে সম্পাদনা করেন : 'নবযুগ'।

  বীরবলী রীতির প্রচার মাধ্যম : 'সবুজপত্র' ।

  রবীন্দ্রনাথ যে পত্রিকাটিতে অভিনন্দন বাণী দিয়েছিলেন : 'ধূমকেতু' ।

  বাংলাদেশ (বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার) মহিলাদের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা : সাপ্তাহিক 'বেগম' (১৯৫০) ঢাকা থেকে । সম্পাদক নূরজাহান বেগম। ১৯৪৭ সালে সালে সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ।

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মুসলিম কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১) । সম্পাদক: শেখ আলীমুল্লাহ ।

মুসলমানদের মহিমা,তত্ত্ব, তথ্য, ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখা হত : 'সুধাকর' পত্রিকায়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের পরিচালনায় 'দৈনিক নবযুগ' ১৯৪১ সালে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হলে প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

ভারতী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । পরবর্তীতে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

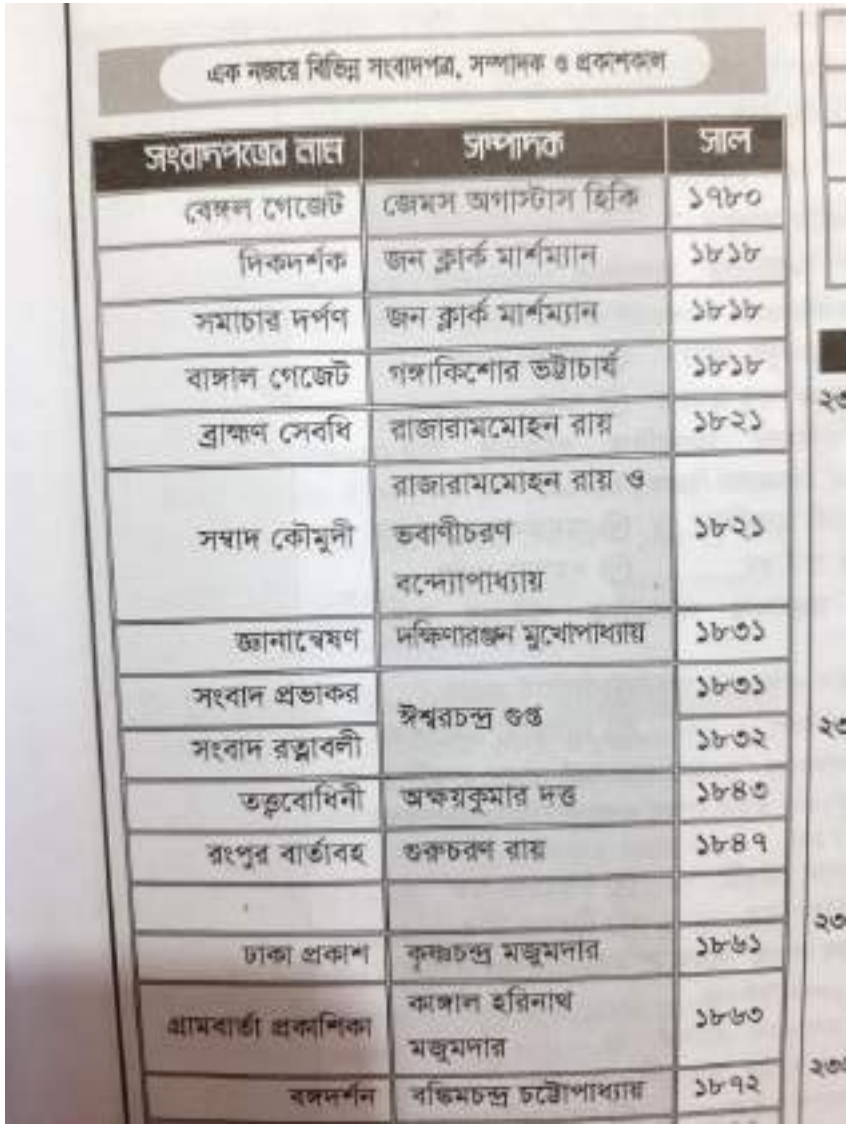

এক নজরে বিভিন্ন সংবাদপত্র, সম্পাদক ও প্রকাশকাল

সংবাদপত্রের নাম	সম্পাদক	সাল
বেঙ্গল গেজেট	জেমস অগাস্টাস হিকি	১৭৮০
দিকদর্শন	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
সমাচার দর্পণ	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
বাঙ্গাল গেজেট	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	১৮১৮
ব্রাহ্মণ সেবধি	রাজারামমোহন রায়	১৮২১
সম্বাদ কৌমুদী	রাজারামমোহন রায় ও ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২১
জ্ঞানান্বেষণ	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৮৩১
সংবাদ প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩১
সংবাদ রত্নাবলী		১৮৩২
তত্ত্ববোধিনী	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৪৩
রংপুর বার্তাবহ	গুরুচরণ রায়	১৮৪৭
ঢাকা প্রকাশ	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	১৮৬১
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার	১৮৬৩
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২

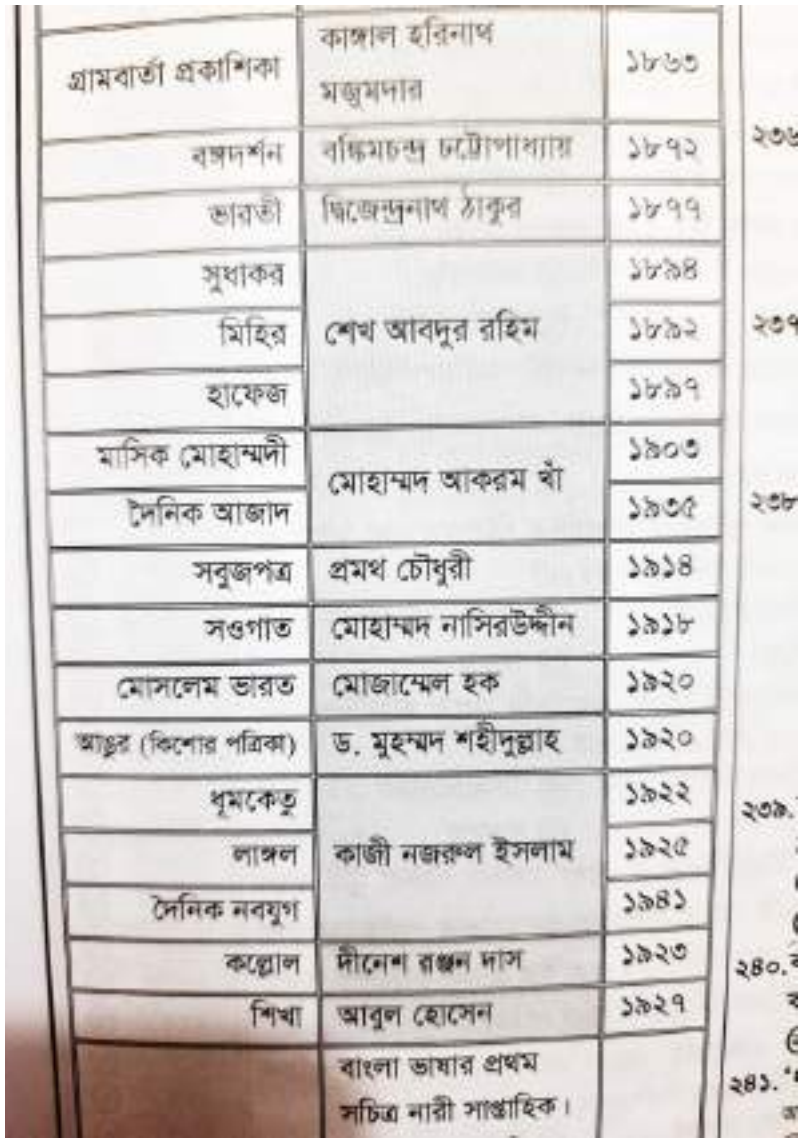

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার	১৮৬৩
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২
ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭৭
সুধাকর	শেখ আবদুর রহিম	১৮৯৪
মিহির		১৮৯২
হাফেজ		১৮৯৭
মাসিক মোহাম্মদী	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	১৯০৩
দৈনিক আজাদ		১৯৩৫
সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
সওগাত	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন	১৯১৮
মোসলেম ভারত	মোজাম্মেল হক	১৯২০
অঙ্কুর (কিশোর পত্রিকা)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৯২০
ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২২
লাঙ্গল		১৯২৫
দৈনিক নবযুগ		১৯৪১
কল্লোল	দীনেশ রঞ্জন দাস	১৯২৩
শিখা	আবুল হোসেন	১৯২৭
	বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র নারী সাপ্তাহিক।	

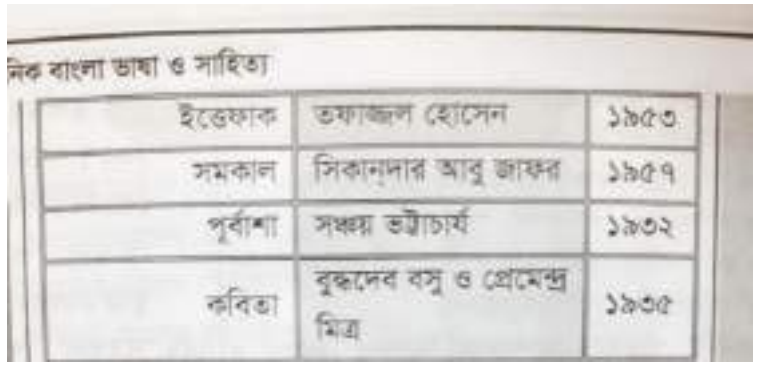

ইত্তেফাক	তফাজ্জল হোসেন	১৯৫৩
সমকাল	সিকানদার আবু জাফর	১৯৫৭
পূর্বাশা	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	১৯৩২
কবিতা	বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৯৩৫

প্রশ্নোত্তর পর্ব

'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

ক) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

খ) আবুল কালাম শামসুদ্দিন

ঘ) সিকানদার আবু জাফর

গ) কাজী আবদুল ওদুদ

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা কোনটি

ক) সংবাদ

খ) ঢাকা প্রকাশ

গ) আজকের কাগজ

ঘ) ইত্তেফাক

পংক্তি ও উদ্ধৃতি

৩) "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেক আমরা পরের তরে ।" –পরার্থে	
১) "যে জন দিবসে মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি" –মিতব্যয়িতা ২) "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?" –সদ্ভাবশতক ৩) "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে? ৪) "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও) .... হেরি দীর্ঘ পথ ।"	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
"বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই, কুঁড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই," –স্বাধীনতার সুখ	রজনীকান্ত সেন
"মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা" –আ মরি বাংলা ভাষা	অতুলপ্রসাদ সেন
"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?" –স্বাধীনতা	রঙ্গলাল
১) "তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ।" –বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ২) "উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে–পিঠে রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান" ৩) এই বাঙলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা' ৪) গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের জ্বলন্তমেঘের মতো আসাদের শার্ট উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায় । ৫) "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়? "	শামসুর রাহমান
১) 'সুখের লাগিয়া এর ঘর বাঁধিনু/অনলে পুড়িয়া গেল ।' ২) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'	জ্ঞানদাস
১) "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়, বসন্তেবরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়? ২) "জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে ।" –জন্মেছি এই দেশে, সুফিয়া কামাল	বেগম সুফিয়া কামাল

৩) "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি– নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ।" – ছাড়পত্র ৪) "এ নদীর পাশে মজা নদী বার মাস বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে ।" – দিয়ে ৫) "কবি সেই, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না ছোট বয়সে, অথচ শিল্পী বলে সে–ই পেল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান ।"	
১) "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন । তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি," ২) "হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র–কেশরী । কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"- মেঘনাদবধ কাব্য ৩) "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" ৪) "উর্ধ্ব শির যদি তুমি কুল মনে ধনে; করিওনা ঘৃণা তব নীচ শির জনে ।" –রসাল ও স্বর্ণলতিকা,	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১) "সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন" ২) "বাঁচতে হলে লাঙ্গল ধর / এবার এসে পাঁয়" –চাষের ডাক ৩) 'প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে ।'	শেখ ফজলুল করিম
১) "আহা, কি মধুর ওই আযানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী ।" –আযান ২) "আমি তো পাগল হয়ে যাই সে মধুর তানে কি যে এক আকর্ষণে ছুটে যাই মুগ্ধ মনে ।" –আযান	কায়কোবাদ
"বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে মাঝিরে কন, বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?"	সুকুমার রায়
"আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, নিয়েছে আবেগ" –দৃষ্টিপাত	বিনয়কৃষ্ণমজুমদার/যাযাবর
১) "পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি/এ জীবন মন সকলি দাও, তার মত সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও ।"–সুখ ২) "করিতে পারি না কাজ /সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,/পাছে লোকে কিছু বলে ।"	কামিনী রায়

"শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।"	চণ্ডীদাস
১) "যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী । সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি ।" –বঙ্গবাণী ২) "দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়"	আবদুল হাকিম
"আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রের মত/ সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ ।"	হাসান হাফিজুর রহমান
"প্রদীপ নিবিয়া গেল।" –(বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১) "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর ।" –বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ২) "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-এই বাংলায় হয়ত মানুষ নয় হয়ত বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ।"	জীবনানন্দ দাশ
"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ।"	কুসুমকুমারী দাশ
১) "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম ।" –সংস্কৃতি কথা ২) "যেখানে ফ্রি থিংকিং নেই সেখানে কালচার নেই"–সংস্কৃতি কথা	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
"ফুল ফুল তুলতুল গা ভেজা শিশিরে, বুলবুল মুশগুল কার গান গাহিরে ।" –পরিব না	কালী প্রসন্ন ঘোষ
"তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি, ভুলে সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি" –পাঞ্জেরী	ফররুখ আহমদ
"আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে ।" –নোলক	আল মাহমুদ
"আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন"	–সমর সেন
"নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়, সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়"	গোলাম মোস্তফা
"মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে ।"	মীর মশাররফ হোসেন
'শোন মা আমিনা, রেখে দেবে কাজ, ত্বরা করে মাঠে চল, এল মেঘনার জোয়ারের বেলা,এখনি নামিবে ঢল ।'–মেঘনার ঢল	হুমায়ুন কবির
'ধরণির কোন এক দীনতম গৃহে যদি জন্মে প্রেয়সী'	মোহিতলাল মজুমদার

"পাখি সব করে রব, রাত্রি পোহাইল কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ।"	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
১) "পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল: আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল ।"–পল্লীজননী ২) "পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর রূপালী রেখার মাঝে, আঁকা ছিল ছবি সোনার বাঙলা নানা ফসলের সাজে ।"	জসীমউদ্‌দীন
"নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা/পুরে কি আশা?" –স্বদেশী ভাষা	রামনিধি গুপ্ত
"মাগো, ওরা বলে,/সবার কথা কেড়ে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে/ গল্প শুনতে দেবেনা বল, মা ।" – কোন এক মা'কে	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ
"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি"	গোবিন্দ হালদার
১) "আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় ।" –বড় কে ২) "চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা ।" – মানুষ কে ৩) "কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ।"	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
"ভাত দে হারামজাদা, তা না হ'লে মালচিত্র খাবো ।"	রফিক আজাদ
"ষোল নয় আমার মাতৃভাষার ষোলশত রূপ"	মুনীর চৌধুরী
১) মার চোখে নেই অশ্রুকেবল/অনলজ্বলা, দু'চোখে তার শত্রুই হননের আহ্বান ।–শহীদ স্মরণে ২) কবিতায় আর কি লিখব? /যখন বুকের রক্তে লিখেছি একটি নাম / বাংলাদেশ ।" –শহীদ স্মরণে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা,/খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি দুটি যদি জোটে/ফুল কিনে নেও হে অনুরাগী ।"	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতস্মরণীয় ।" –জীবন সঙ্গীত	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১) "একুশে ফেব্রুয়ারি,/মৃত্যুর শীর্ষে যারা রেখে গেল প্রাণ-ফসলের দান/তুমি ইতিহাস বহ তারই । ২) "এই ভাষারই চরণ ধ্বনি মাটির বুকে জাগায় আশা ।" –বাংলা ভাষা, সিকান্দার আবু জাফর	সিকান্দার আবু জাফর"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি ও পঙক্তি

১)"সত্য যে কঠিন, /কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, / সে কখনো করে না বঞ্চনা।" (রূপ নারানের কূলে)

২)"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে।/আমি চোখ মেললুম আকাশে/ জ্বলে উঠল আলো /পুবে পশ্চিমে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'/ সুন্দর হল সে।" -(আমি)

৩) "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, / কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।"

৪) "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?/ বলো,কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

৫) "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।" (অনন্ত প্রেম)

৬) "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।/ তারি রথ নিত্যই উধাও" (বিদায়)

৭) "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"(হঠাৎ দেখা)

৮) "সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।" (হঠাৎ দেখা)

৯) "মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে / মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে"

১০)"তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে/তোমায় কেন দিই নি আমার/সকল শূন্য করে।"

১১)"বিপদে মোরে রক্ষা করো/এ নহে মোর প্রার্থনা,/বিপদে আমি না যেন করি ভয়" -আত্মত্রাণ

১২) "অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।" (গীতাঞ্জলি)

১৩) "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"

১৪) "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।" (প্রাণ)

১৫) "মরণ রে,/তুঁহু মম শ্যাম সমান।" (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

১৬)"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে / ময়ূরের মতো নাচে রে-" (নববর্ষা)।

১৭) "হে দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় / দূরে করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-" (ত্রাণ)

১৮) "আজি এ প্রভাতে রবির কর / কেমনে পশিল প্রাণের পর -" (নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ)

১৯) "মানুষের প্রতি কী আর বিশ্বাস রাখা যাবে না?"

২০) "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।" (জীবিত ও মৃত)

২১) "সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্তসঞ্চালনে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।"

২২) "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।"

২৩) "এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" (দুই বিঘা জমি)

২৪) "যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

২৫) "মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না।"

২৬) "যে আছে মাটির কাছাকাছি / সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।" (ঐকতান)

২৭) "অন্ধকারে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।" (বলাকা)

২৮) "আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে"- (প্রশ্ন)

২৯)"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।" (চিত্তরঞ্জন দাশকে উদ্দেশ্য করে লেখা)

৩০) "আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি / আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে।"

৩১)"সম্মুখে শান্তিপারাবার ভাসাও তরী হে কর্ণধার / তুমি হবে চিরসাথী লও লও হে
ক্রোড়পাতি / অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারার।"

৩২) "কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।"

৩৩) "হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে / জাগো রে ধীরে-/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

৩৪) "নমো নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী 'বঙ্গভূমি'"

৩৫) "একখানি ছোট খেত, আমি একেলা" -(সোনার তরী)

৩৬) "আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি।" -গীতবিতান

৩৭) "আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।" (দুই বিঘা জমি)

৩৮) "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয়নাই তার ক্ষয়নাই।" (পূরবী)

৩৯) "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ "(শা-জাহান)

৪০) "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।"

৪১)"দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"

৪২) "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই প্রিয়জনে
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই/তাই দেব দেবতারে।"-(বৈষ্ণব কবিতা)

৪৩) "ওরে নবীন' ওরে আমার কাঁচা,/ওরে সবুজ ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"-(সবুজের অভিযান)

৪৪) "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" (সভ্যতার সংকট)

৪৫) "[illegible] এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়"(সমাপ্তির মৃন্ময়ী সম্পর্কে)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি

৪৬)"কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বলার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো"- [যোগাযোগ]

৪৭)"বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলে বেলার গান/ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান।"

৪৮) "ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাথর এ গানে / হেথা নয় , অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।"- (বলাকা)

৪৯) "খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে বনের পাখি ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,/ কী ছিল বিধাতার মনে।"

৫০) "কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে, ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা, কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।"

৫১) "প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে"

৫২) "কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,/ কারা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ।"

৫৩) "কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল"

৫৪)"যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হবে।"

৫৫)"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"

৫৬) "যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে।"

৫৭) "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।"

৫৮) "গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।" ('শেষের কবিতা'য় লাবণ্য অমিতকে)

৫৯) "একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু"

কাজী নজরুল ইসলামের উক্তি

কাজী নজরুল ইসলামের উক্তি ও পঙক্তি

১) তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি । / আমার এ রূপ- সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।

২)দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার /লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার! (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

৩) বল বীর-/বল উন্নত মম শির! (বিদ্রোহী)

৪) মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ তূর্য;

৫) আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন

আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন্‌-কন্‌ ।

৬) আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ চিহ্ন ।

৭)আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে- / মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে ।

৮) যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে,

অস্তপারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুছবে- (অভিশাপ) ।

৯) হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ।

আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে । (বিজয়িনী)

১০)সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার / তুমি কোন দিন কারো করোনি বিচার । (মা)

১১)গাহি সাম্যের গান / যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান, (সাম্যবাদী)

১২)গাহি সাম্যের গান- / মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান (মানুষ)

১৩) তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয় । (মানুষ)

১৪) বিশ্ব পাপস্থান / অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান । (পাপ)

১৬) কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে?

হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা সম সতী মায়ে । (বারাঙ্গনা)

১৭) বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, /অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।

১৮)কোনো কালে একা হয়নিক' জয়ী পুরুষের তরবারী;

প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী । (১৭+১৮ নারী)

১৯) দেখিনু সেদিন রেলে, / কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে! (কুলি মজুর)

২০) বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী'

কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি!

২১)বড় কথা বড় ভাব আসে নাক' মাথায় বন্ধু বড় দুখে!

অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

২২)ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন,

বেলা ব' য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন । (আমার কৈফিয়ৎ)

২৩) মাভৈঃ মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ ।

সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান! (হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ)

২৪) যা- কিছু সুন্দর হেরি ক'রেছি চুম্বন, / যা- কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর- (অ. নাবিকা)

২৫) হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান । / তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান (দারিদ্র্য)

২৬) কাঁটা কুঞ্জে বসি, তুই গাঁথিবি মালিকা, / দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা । (দারিদ্র্য)

২৭) তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু/অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরুগুরু-গুরু! (ঈদ গজল)

২৮) নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,

তোমায় আমি করব সৃজন-এ মোর অহংকার ।

২৯) গাহি তাহাদের গান- / ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান ।

৩০) নাচে পাপ সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ । মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ । (খেয়াপারের তরণী)

৩১) মিছে সব ও নাচে বাদশাহী মোরা জালিমের খুন নাহি ।

৩২) কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা/দাঁড়ি মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ —খেয়াপারের তরণী

৩৩) সাহেব কহেন, "চমৎকার! সে চমৎকার √মোসাহেব বলেন, চমৎকার সে হতেই হবে যে

হুজুরের মতে অমত কার?" —মোসাহেব

৩৪) রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ........

৩৫) ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই । (কামাল পাশা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একখানি ছোটক্ষেত আমি একেলা

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ জগতে হায় সেই বেশি চায়

আছে যার ভুরি ভুরি-

সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম- সে কখনো করেনা বঞ্চনা-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না-

কাজী নজরুল ইসলাম

- হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান

- আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি

কাজী নজরুল ইসলাম

- তোমারে যে চাহিয়াছে ভুলে একদিন, সে জানে তোমারে ভোলা কি কঠিন।

- কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী, পূরুষের তরবারী; প্রেরনা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষী নারী।

কাজী নজরুল ইসলাম

- যুগের ধর্ম এই- পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!

কাজী নজরুল ইসলাম

- হেথা সবে সম পাপী, আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি!

- মিথ্যা শুনিনি ভাই

  এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনও মন্দির-কাবা নাই ।

কাজী নজরুল ইসলাম

- হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক’রেছ মহান!

  তুমি মরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান।

প্রমথ চৌধুরী

'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে। উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।

সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মরণের হাত ধ’রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে?- কার কবিতার পঙক্তি?

ক) সিকানদার আবু জাফর

গ) সুভাষ মুখোপাধ্যায়

খ) সুকান্তভট্টাচার্য

ঘ) জীবনানন্দ দাশ

মাইকেল মধুসুদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি

মাইকেল মধুসুদন দত্ত

- ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,

  এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?

আব্দুল হাকিম

- **দেশি ভাষা বিদ্যা যার** মনে ন জুয়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কোন বিদেশ ন যায়।

- **যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী** সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি

শেখ ফজলুল করিম

মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘ষোল নয়, আমার মাতৃভাষার ষোলশত রূপ’ কে বলেছেন?

A. আহমদ শরীফ

B. মুনীর চৌধুরী

C. আব্দুল হাই

D. নীলিমা ইব্রাহিম

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?

কুসুমকুমারী দাশ

- **আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে** কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ?

রফিক আজাদ

আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ। ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো।

ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি

লালন শাহ

কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়।

দাউদ হায়দার

জন্মই আমার আজন্ম পাপ

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।–

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

আজি হতে শত বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি-

-১৪০০ সাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি।

– রুদ্র মোঃ শহীদুল্লাহ।

আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

-হরিশচন্দ্র মিত্র

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।

- আবার আসিব ফিরে, জীবনানন্দ দাশ।

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসি নাই কেহ অবনি পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে-

-কামিনী রায়ের পরার্থে।

আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন-

সমর সেন।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি-

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

- হেলাল হাফিজ।

কবিতায় আর কি লিখব? যখন বুকের রক্তে লিখেছি, একটি নাম,
বাংলাদেশ-

শহীদ স্মরণে, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান-

-ছাড়পত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য।

আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রানের পতাকা।

- শামসুর রাহমান।

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর; মানুষের মাঝে স্বর্গনরক, মানুষেতে সুরাসুর

-শেখ ফজলল করিম

ক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

– সুকান্ত ভট্টাচার্য।

গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে নাই বড় কিছু, নহে কিছু মহীয়ান

- কাজী নজরুল ইসলাম।

জন্মই আমার আজন্ম পাপ, মাতৃজরায়ু থেকে নেমেই জেনেছি আমি

- দাউদ হায়দার।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা হবে?

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম না হব কেন?

-বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা

তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সকিনা বিবির কপালে ভাঙলো,
সিথির সিদুঁর মুছে গেল হরিদাসীর।

-শামসুর রাহমান।

ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ঊর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে;

করিও না ঘৃণা তবু নিচ-শির জনে।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;

তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,

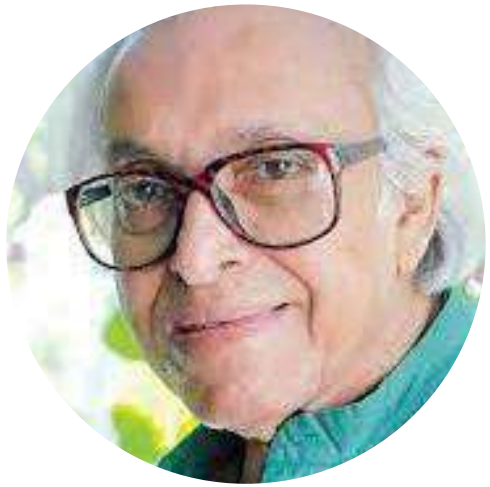

এক নজরে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কি?

নীল লোহিত

‘সুনন্দ’ কার ছদ্মনাম ছিল?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম কী?

গাজী মিয়া

জরাসন্ধ কার ছদ্মনাম?

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী।

‘যাযাবর’ ছদ্মনাম

বিনয় মুখোপাধ্যায়।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কি?

বনফুল

‘কালকূট’ কোন লেখকের ছদ্মনাম?

সমরেশ বসু

‘সনাতন পাঠক’ কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

‘দৃষ্টিহীন’ কার ছদ্মনাম?

মধুসূদন মজুমদার।

টেকচাঁদ ঠাকুর’ কার ছদ্মনাম?

প্যারীচাঁদ মিত্র

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম কি?

যাযাবর

বাংলা সাহিত্যে ‘গাজী মিয়া’ কে?

মীর মশাররফ হোসেন

কালীপ্রসন্ন সিংহ এর ছদ্মনাম কোনটি?

হুতোম প্যাঁচা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম হলো

ভানুসিংহ ঠাকুর

‘অশোক সৈয়দ’ কার ছদ্মনাম?

আবদুল মান্নান সৈয়দ।

‘মৈনাক’ কার ছদ্মনাম?

শামসুর রাহমান।

হুতোম প্যাঁচা কার ছদ্মনাম?

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম হল

শেখ আজিজুর রহমান

কবি কায়কোবাদের আসল নাম কি?

কাজেম আল কুরায়শী

প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কি?

বীরবল

‘পরশুরাম’ কার ছদ্মনাম?

রাজশেখর বসু।

‘ধূমকেতু’ কোন কবির ছদ্মনাম?

কাজী নজরুল ইসলাম

বীরবল ছদ্মনাম

প্রমথ চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম?

অনিলা দেবী

প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?

মানিক বন্দোপাধ্যায়।

প্রকৃত নাম	উপাধি	ছদ্মনাম
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত		নীহারিকা দেবী
আবদুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	
আবদুল কাদির	ছান্দসিক কবি	
আব্দুল মান্নান সৈয়দ		অশোক সৈয়দ
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	বাংলা সাহিত্যের জেনাস, যুগসন্ধির কবি, গুপ্ত কবি	ভ্রমণকারী বন্ধু
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বিদ্যাসাগর, গদ্যের জনক, বিরাম চিহ্নের প্রবর্তক	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো, সহচরস্য, কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষণ
কাজেম আল কোরায়েশী	কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন	কায়কোবাদ
কুমুদরঞ্জন মল্লিক	পল্লিনিষ্ঠ কবি	
কাজী নজরুল ইসলাম	জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি	ধূমকেতু, ব্যাঙাচি
কালী প্রসন্ন সিংহ		হুতোম পেঁচা
গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর	
গোবিন্দচন্দ্র দাস	স্বভাব কবি	
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী		জরাসন্ধ
জসীমউদ্দীন	পল্লিকবি	
জাহানারা ইমাম	শহিদ জননী	
জীবনানন্দ দাশ	ধূসরতার কবি, প্রকৃতির কবি, তিমির হননের কবি, শুদ্ধতম কবি, চিত্ররূপময় কবি, রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার কবি পরাবাস্তববাদী কবি	
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	জ্ঞানতাপস, ভাষাবিজ্ঞানী, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত	
নির্মলেন্দু গুণ	কবিদের কবি	

মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি	
মীর মশাররফ হোসেন	প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার	গাজী মিয়া, উদাসীন পথিক
মনীশ ঘটক		যুবনাশ্ব
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কবিকঙ্কন, দুঃখ বর্ণনার কবি	
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	দুঃখবাদী কবি	
রামনারায়ণ	তর্করত্ন	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি, কবিগুরু, ভারত ভাস্কর, গুরুদেব, ভারতের মহাকবি, জীবনশিল্পী, বহ্নিপ্রভাত, পরমগুরু, কবি সার্বভৌম	ভানুসিংহ ঠাকুর, অকপট চন্দ্র, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, আন্নাকালী পাকড়াশী, নবীন কিশোর শর্মন, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা, বাণীবিনোদ বাবু, শ্রীমতি কনিষ্ঠা, শ্রীমতি মধ্যমা
রাজশেখর বসু		পরশুরাম
রোকনুজ্জামান খান		দাদাভাই
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন	
হাসন রাজা	মরমী কবি	
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনিলাদেবী
শামসুর রাহমান	নাগরিক কবি	মৈনাক, মজলুম আদিব, জনান্তিক, সিন্দাবাদ
শামসুন নাহার	মুসলিম নারী জাগরণের কবি	
শেখ আজিজুর রহমান		শওকত ওসমান
শেখ ফজলুল করিম	সাহিত্য বিশারদ, কাব্য রত্নাকর	
স্বামী কালিকানন্দ		অবধূত
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের জাদুকর	
সমরেশ বসু		কালকূট
সমর সেন	আধুনিক যুগের নাগরিক কবি	
মুকুন্দদাস	চারণ কবি	
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্লাসিক কবি	

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়		সুনন্দ
নজিবর রহমান	সাহিত্য রত্ন	
হাসন রাজা	মরমী কবি	
আবদুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	
নীহাররঞ্জন গুপ্ত		বানভট্ট
নূরন্নেসা খাতুন	সাহিত্য সরস্বতী	
প্রমথ চৌধুরী	চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক	বীরবল
প্যারীচাঁদ মিত্র	ডিকেন্স অব বেঙ্গল	টেকচাঁদ ঠাকুর
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়		বনফুল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঋষি, সাহিত্য সম্রাট, বাংলার স্কট	কমলাকান্ত
বেগম রোকেয়া	নারী জাগরণের অগ্রদূত	
বিদ্যাপতি	কবি কণ্ঠহার, মৈথিলী কোকিল, নবকবি শেখর, অভিনব জয়দেব	
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		যাযাবর
বিমল ঘোষ		মৌমাছি
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি, গীতি কবিতার জনক	
ভারতচন্দ্র	গুণাকর, প্রথম নাগরিক কবি	
মধুসূদন মজুমদার		দৃষ্টিহীন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	আধুনিক বাংলা কবিতার জনক, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক, দত্তকুলোদ্ভব কবি, প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা, প্রথম সার্থক নাট্যকার, প্রথম সনেট রচয়িতা	A) Native, Timoty Pen poem
মালাধর বসু	গুণরাজ খান	

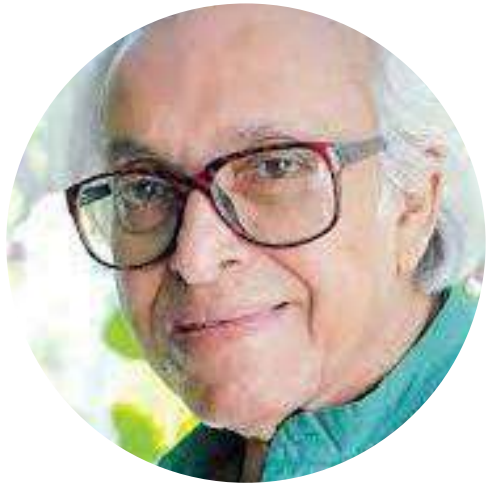

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ : 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (১৭৪৩)।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ মথি রচিত: মঙ্গল সমাচার' (১৮০০, এটি অনুবাদ গ্রন্থ)।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)।

বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত গ্রন্থ / জীবনীগ্রন্থ : 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস: 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস: বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস : বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)।

প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ : রাজা রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত' (১৮১৫)।

প্রথম নাটক: তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)।

প্রথম সামাজিক নাটক : রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪)।

প্রথম সার্থক নাটক : মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)।

প্রথম ট্রাজেডি নাটক : যোগেন্দ্রনাথ দত্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২)।

প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক : মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ : মধুসূদন দত্তের ‘পদ্মাবতী'(১৮৬০) নাটকে ।

প্রথম সার্থক কমেডি ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত প্রথম নাটক : মধুসূদন দত্তের ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০)।

প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক : স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর প্রথম উপন্যাস : ‘দীপনির্বাণ” (১৮৭৬) ।

বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা / প্রথম মাসিক পত্রিকা: 'দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাংলা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা: 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮)।

প্রথম দৈনিক পত্রিকা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩৯)।

প্রথম প্রহসন : ‘একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০)।

প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার : মীর মশাররফ হোসেন।

মুসলিম ঔপন্যাসিক রচিত প্রথম উপন্যাস : ‘রত্নবতী’ (১৮৬৯) ।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

মুসলিম নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক : 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩)।

বাংলা অক্ষরের নকশা প্রস্তুতকারী: চার্লস উইলকিন্স ।

প্রথম বাংলা অক্ষর খোদাইকারী: পঞ্চানন কর্মকার।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট : মধুসূদন দত্তের বঙ্গভাষা, এর পূর্বনাম: কবি মাতৃভাষা ।

প্রথম ঐতিহাসিক নাটক : কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।

প্রথম ও একমাত্র সার্থক মহাকাব্য : 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম কৰি লুই পা।

প্রথম মুসলমান কবি: শাহ মুহম্মদ সগীর।

আধুনিক যুগের প্রথম মুসলমান কবি : কায়কোবাদ ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি / অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি : চন্দ্রাবতী ।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন ছোটগল্প শিল্পী : স্বর্ণকুমারী দেবী ।

প্রথম সার্থক ছোটগল্প লিখেন / বাংলা ছোটগল্পের জনক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রথম সার্থক ছোটগল্প : 'দেনাপাওনা'।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়ক : 'মতিলাল' (আলালের ঘরের দুলাল)

প্রথম সার্থক কাহিনি কাব্যগ্রন্থ : 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম নাটক : 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)।

রোমান হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ : Vocabulario Em Idiomde Bengalla'e portuguez (১৭৪৩) মনোএল দা আসসুম্পাসাও রচিত ।

ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ : A Grammar of the Bengali language (১৭৭৮)। রচয়িতা : নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ এবং বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩)।

দ্বিতীয় দীনেশচন্দ্র সেন রচিত :'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাহিনি কাব্য : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম কবি : 'কৃত্তিবাস ওঝা' ।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ : 'রামায়ণ'।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য : ‘ইউসুফ জোলেখা’ ।

কোরআন শরীফ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন : ‘ভাই গিরিশচন্দ্র সেন’ ।

বাংলাভাষার প্রথম পত্রিকা : 'দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাঙালিদের প্রচেষ্টায় প্রথম পত্রিকা: 'বাঙ্গাল গেজেট' ।

প্রথম বাঙালি পত্রিকার সম্পাদক : ‘গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য’ ।

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা : ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’ ।

প্রথম মুসলমান পত্রিকা সম্পাদক : শেখ আলীমুল্লাহ ।

চলিত রীতিতে লেখা প্রথম গ্রন্থ : 'বীরবলের হালখাতা'(১৯১৬) ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম দালাল চরিত্র : ‘ঠকচাচা’ ।

প্রথম ত্রয়ী মহাকাব্য রচয়িতা : নবীনচন্দ্র সেন ।

প্রথম ত্রয়ী উপন্যাস রচয়িতা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন : রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

Thank You